আজ মহাষষ্ঠী

হাওড়ার একটি পুজো মণ্ডপে দেবী দুর্গার আরাধনা। *ছবি-শুভম জ্যোতি*

কমল ভট্টাচার্য

পঞ্চমীর সকাল থেকেই যানজট শহরে

কোথাও ৮০ বছর, কোথাও ৭৫ বছর, কোথাও ৫৩ বছর। এই নিয়েই সোমবার পঞ্চমীর সকাল কেটেছে কখনও আলোচনায়, কখনও শারদ সম্মান লাভের ঘোষণায়, কখনও পুজোয় বৃষ্টি হবে কি হবে না, তার পূর্বাভাস গবেষণায়। মঙ্গলবার মহাষষ্ঠী বোধনের আগেই পুজো শুরু হয়ে গিয়েছে। মণ্ডপে মণ্ডপে মানুষের ঢল নেমেছে কলকাতা ও শহরতলিতে। উৎসবে মাতোয়ারা রাজ্য। প্রতিমা দেখার ভিড় কলকাতার প্রায় সব মণ্ডপে। জমজমাট আবাসনের পুজোও। উত্তর থেকে দক্ষিণ কলকাতা, পূর্ব থেকে পশ্চিম জমজমাট পুজো। ইতিমধ্যেই এদিন খবর এসেছে, সল্টলেকের বিভিন্ন পুজো, টালাপার্ক প্রত্যয়, একডালিয়া এভারগ্রিন, বাগবাজার সর্বজনীন ইত্যাদি পুজো মণ্ডপে বিকেল থেকে মানুষের ঢল নেমেছে। তবে এদিন প্রচণ্ড আর্দ্রতা এবং গরম থাকলেও রোদে ঘামে, ক্লান্তি মানুষ বেরিয়েছেন উৎসবে অংশ নিতে, প্রতিমা দেখতে। কোথাও কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি। উত্তর ও দক্ষিণ কলকাতার বহু জায়গায় এখনও বিরাট পর্দায় ঢাকা প্রতিমা। কোথাও কোথাও এদিন পঞ্চমীর দিন উদ্বোধনও হয়েছে। দুপুরের পর থেকে আকাশ ছিল কালো মেঘে ঢাকা। আবহাওয়ার পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, ষষ্ঠী, সপ্তমী ভাল কাটলেও অষ্টমীতে বৃষ্টি হতে পারে, বৃষ্টি হবে নবমীতে। দশমীতেও বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। এদিন রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে বিক্ষিপ্ত বৃষ্টি হয়েছে। মানুষের কাতর মিনতি ছিল মা দুর্গার কাছে যেন বৃষ্টি না হয়। আবহাওয়া যেন উজ্জ্বল থাকে। দুপুরেই বোঝা যাচ্ছিল পঞ্চমীর রাতে ভিড়ে ছয়লাপ হবে কলকাতা শহর। সন্ধে হতে না হতেই ভিড়ে উড়ে গেল উত্তর ও মধ্য কলকাতার বিভিন্ন রাস্তা। যদিও ভিড় নিয়ন্ত্রণের জন্য কলকাতা পুলিশের বাঁশের বাঁধন ছিল প্রায় সব রাস্তায়। তাই সরুপথেই ভিড় জমল কলেজ স্কোয়ার, মহম্মদ আলি পার্কে। উত্তর কলকাতার রাস্তার অলিতে-গলিতে কাশীবোস লেন, কুমারটুলি পার্ক, হাতিবাগান, উল্টোডাঙা, বোসপুকুর সহ দক্ষিণ কলকাতার বাদামতলা আষাঢ় সংঘ, দেশপ্রিয় পার্ক সর্বজনীন, ত্রিধারা সম্মেলনী, সিংহী পার্ক। হাজার হাজার মানুষ ফুটপাতে, বাসে, গাড়িতে। যারা গাড়িতে বসে তারা হাপিত্যেশ করছেন, এর চেয়ে পায়ে হেঁটে বেরনো ভাল ছিল। মেট্রোয় তিলধারণের জায়গা নেই। এক-একটি স্টেশনে মেট্রো থামলে শ'য়ে শ'য়ে যাত্রী হুমড়ি খেয়ে পড়ছেন। এমনকী ঘন ঘন মেট্রো ছাড়লেও মানুষের ভিড় কিন্তু তাতে কমছে না। একদল যাচ্ছে, আরও এক দল আসছে। এর সঙ্গে পাল্লা দিয়েছে হাওড়া ও শিয়ালদহ স্টেশনে মানুষের আনাগোনা। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে সপরিবারে কলকাতায় আসছেন পুজো দেখতে, পরিজনের সঙ্গে দেখা করতে। ট্রেনেও তিলধারণের জায়গা নেই। কারণ পঞ্চমী থেকে বহু অফিসও ছুটি। তাই ছুটি পড়তেই ঘরমুখী হয়েছেন গ্রাম-বাংলা বা ভিন্ন রাজ্যে থাকা হাজার হাজার মানুষ। পুজোর দিনগুলিতে রাস্তা সচল রাখার জন্য পুলিশের পরিশ্রমের খামতি নেই। কিন্তু দক্ষিণ কলকাতা থেকে উত্তর কলকাতার চিত্তরঞ্জন অ্যাভেনিউ, রবীন্দ্র সরণি, সার্কুলার রোড, শ্যামবাজার, বালিগঞ্জ সার্কুলার রোড, গড়িয়াহাট, যাদবপুর ও বেহালারা বিভিন্ন রাস্তায় কোথাও স্বাভাবিকভাবে যান চলাচল করেনি। ঘণ্টার পর ঘণ্টা বাস অথবা ট্যাক্সিতে বসে মানুষকে অপেক্ষা করতে হয়েছে। এক ঘণ্টার পথ যেতে তিন ঘণ্টা লেগেছে। অথচ কেন এমন যানজট তার কোনও সদুত্তরও মেলেনি।

মৃত্যু ৩ বাংলাদেশি শান্তি স্থাপনকারীর

মালি, ২৫ সেপ্টেম্বর : রাষ্ট্রসংঘে বাংলাদেশের তিন বাংলাদেশি শান্তি স্থাপনকারীর মৃত্যু হয়েছে মালিতে। এরা মালিতে দায়িত্বপ্রাপ্ত ছিলেন। রাষ্ট্রসংঘের সেক্রেটারি জেনারেল অ্যান্টনীয় গুটেরাস এই ঘটনার তীব্র নিন্দা করেছেন। দুষ্কৃতীদের হানায় পাঁচজন আহত হয়েছেন। এই নিয়ে শান্তি স্থাপনকারীদের উপর বিদ্রোহীরা দ্বিতীয়বার হামলা চালাল। গত ৫ সেপ্টেম্বর চাডে দু'জন শান্তি স্থাপনকারী নিহত হয়েছেন বিদ্রোহীদের হাতে। এছাড়া এ পর্যন্ত ৭৫ জন শান্তি স্থাপনকারীর মৃত্যু হয়েছে।

মারা গেলেন স্থূলকায়া ইমান

দুবাই, ২৫ সেপ্টেম্বর : বহু চেষ্টা করেও বাঁচানো গেল না ইমান আব্দুল আত্তিকে। বিশ্বের সবচেয়ে বেশি ওজনের অধিকারী মহিলা বলে পরিচিত ৩৭ বছরের ইমান হার্ট এবং কিডনির অসুখে শেষ পর্যন্ত মারা গেলেন আবুধাবির এক হাসপাতালে। মাত্র এক সপ্তাহ আগে তাঁর ৩৭তম জন্মদিন

পালিত হয়। গত ফেব্রুয়ারি মাসে স্থূলকায় চিকিৎসার জন্য ইমানকে উড়িয়ে নিয়ে আসা হয়েছিল ভারতে। তাঁর ওজন ছিল ৫০০ কেজি। মুম্বইয়ের এক হাসপাতালে চিকিৎসকরা নানা পদ্ধতিতে চিকিৎসা করিয়ে তাঁর ওজন ৩২৩ কেজি কমিয়ে দেন। কিন্তু তারপরেও অতিরিক্ত ওজন হয়ে যাওয়ায় ইমান কাবু হয়ে যান। তার জেরেই তিনি মারা গেলেন বলে আবুধাবির হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন। ভারত থেকে সংযুক্ত আরবশাহি পৌঁছনোর পর গত ৪ মে ওই হাসপাতালে ইমানকে ভর্তি করা হয়। ২০ জনেরও বেশি চিকিৎসক তাঁর চিকিৎসা করছিলেন। কিন্তু তাঁকে বাঁচানো গেল না।

দল ছাড়ছেন

৬ বছরের জন্য সাসপেন্ড মুকুল, ঘোষণা পার্থ'র

স্টাফ রিপোর্টার : তৃণমূল ছাড়ছেন দলের এক সময়ের শীর্ষনেতা, সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক, রাজ্যসভার সদস্য এবং প্রাক্তন রেলমন্ত্রী মুকুল রায়। মুকুলবাবু নিজে দল ছাড়ার কথা ঘোষণার পরেই সাংবাদিক বৈঠক ডেকে তাঁকে ছ'বছরের জন্য দল থেকে সাসপেন্ড করার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন তৃণমূল মহাসচিব পার্থ চট্টোপাধ্যায়। বেশ কিছুদিন ধরেই মুকুল রায়কে নিয়ে দলের মধ্যে নানা জল্পনা ছিল। পার্থবাবুর অভিযোগ, মুকুল রায় দলের মধ্যে থেকেই দলকে দুর্বল করার চেষ্টা করছিলেন।

সোমবার সাংবাদিক সম্মেলনে মুকুল রায়। *ছবি-শ্যামল মৈত্র*

কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার চাপের মুখে নতিস্বীকার করে মুকুল রায় দলের ক্ষতি করার চেষ্টা করেছিলেন।

রবিবার মুকুল রায় মধ্য কলকাতার একটি পুজো উদ্বোধন করতে গিয়েছিলেন। সেখানে কুণাল ঘোষের সঙ্গে তাঁকে একই মঞ্চে দেখা যায়। দলের বিরুদ্ধে কিছু মন্তব্যও করেন তিনি। তারপর সোমবার সকালে ফের সাংবাদিক বৈঠক ডেকে মুকুল রায় জানান, তিনি তৃণমূলের কর্মসমিতি থেকে পদত্যাগ করছেন। পুজোর পর সাংসদ পদ থেকে এবং তৃণমূলের প্রাথমিক সদস্য পদ থেকেও তিনি ইস্তফা দেবেন। এই ঘোষণা স্বয়ং মুকুল রায়ের। এরই কয়েক ঘণ্টা পর সাংবাদিক সম্মেলন করে তৃণমূল কংগ্রেসের মহাসচিব ঘোষণা করেন, মুকুল রায়কে দল থেকে ছ'বছরের জন্য সাসপেন্ড করা হল। তিনি বলেন, পুজো পর্যন্ত অপেক্ষা করার দরকার কি আছে, তিনি চলে যেতে চান তো যাচ্ছেন না কেন? পার্থবাবুর দাবি, তিনি নিজে সচেষ্ট হয়ে মুকুল রায়কে ফের সক্রিয় করার চেষ্টা করেছিলেন। মুখ্যমন্ত্রী তাঁকে স্নেহবশত কাছে রেখেছিলেন, সাংসদও করেছিলেন। কিন্তু তিনি তার মূল্য দিতে পারলেন না। তবে পিতা মুকুল রায় দল ছাড়ার কথা ঘোষণা করলেও তৃণমূলেই থাকছেন মুকুল রায়ের ছেলে বীজপুরের বিধায়ক শুভ্রাংশু রায়। তাঁর মন্তব্য, তৃণমূলে আছেন, তৃণমূলে থাকবেন।

উল্লেখ্য, তৃণমূল কংগ্রেসের জন্মের সময় থেকে মুকুলবাবু দলের সঙ্গে রয়েছেন। এক অর্থে তিনি ছিলেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দক্ষিণ হাত। ২০১১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে মুকুলবাবু গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেন। গত ২১ জুলাই ধর্মতলায় শহিদ দিবসের মঞ্চে মুকুলবাবু থাকলেও বক্তব্য রাখেননি। তখন থেকেই রাজ্য রাজনীতিতে জল্পনা শুরু হয়েছিল তাঁকে নিয়ে। সমস্ত সংসদীয় কমিটি থেকে বাদ দেওয়া হয়।

পাকিস্তানে ফিরলেন শরিফ

ইসলামাবাদ, ২৫ সেপ্টেম্বর : বিপদ ঘনিয়ে আসছে বুঝে পাকিস্তানের সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরিফ পানামা কেলেঙ্কারি সংক্রান্ত মামলায় মুখোমুখি হতে ফিরে আসছেন ইসলামাবাদে। তাঁর পত্নী কুলসুমের চিকিৎসার জন্য তিনি লন্ডন গিয়েছিলেন। কুলসুম মুখের ক্যান্সারে ভুগছেন। নওয়াজ শরিফ লন্ডন থেকে পাকিস্তানে ফিরে আসেন। দলের শীর্ষ নেতাদের সঙ্গে আলোচনার পর তিনি ফিরে আসার সিদ্ধান্ত নেন।

সোমবার সকাল সাড়ে ৭টায় বিশেষ বিমানে তিনি লন্ডন থেকে ইসলামাবাদ এসে পৌঁছন। পাকিস্তান মুসলিম লিগ নওয়াজ দলের পক্ষ থেকে বলা হয়, নওয়াজ শরিফ ইসলামাবাদের পাঞ্জাব হাউসে থাকবেন। আগামী ২৫ ও ২৬ সেপ্টেম্বর দলের নেতা ও কর্মীদের সঙ্গে বৈঠকে বসবেন। ২৬ সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার তিনি পানামা কেলেঙ্কারি কাণ্ডে আত্মপক্ষ সমর্থনে বক্তব্য রাখবেন আদালতে। গত ২৮ জুলাই সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে দুর্নীতি কাণ্ডে প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে ইস্তফা দিতে তিনি বাধ্য হন। দ্য ন্যাশনাল অ্যাকাউন্টেবিলিটি ব্যুরো তাঁর বিরুদ্ধে এবং তার পুত্র-কন্যাদের বিরুদ্ধে তিনটি মামলা দায়ের করেছে। এই মামলায় তাঁর স্ত্রীও জড়িত।

সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশের পর নওয়াজ শরিফ ইস্তফা দেন সাংসদ পদে। লাহোরে যে কেন্দ্র থেকে তিনি নির্বাচিত হয়েছিলেন, সেই কেন্দ্র তাঁর পত্নী কুলসুম প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন বলে দলের পক্ষ থেকে ঘোষণা করা হয়েছিল। আদালত তাঁর পুত্র ও অন্যান্যদেরও তলব করে। তবে পরিবারের অভিযুক্ত লোকজন আদালতে উপস্থিত থাকবেন কি না, তা এখনও সুনির্দিষ্টভাবে জানা যায়নি।

ইতিমধ্যেই পাকিস্তানের অর্থমন্ত্রী ইশাক দার লন্ডন থেকে ফিরেছেন। আদালত তাঁর বিরুদ্ধে জামিনযোগ্য একটি ওয়ারেন্ট জারি করে। তাঁর আইনজীবী আদালতে ১০ লক্ষ টাকার সিওরিটি বন্ড জমা রাখেন। অর্থমন্ত্রীর বিরুদ্ধে যে অভিযোগ রয়েছে, তার প্রথম দফার শুনানি হয় এবং এটি ২৭ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত মুলতুবি রাখা হয়েছে। তবে তাঁকে ফের আদালতে হাজির হওয়ার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়। তাঁর বিরুদ্ধে আয় বহির্ভূত সম্পদের অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে।

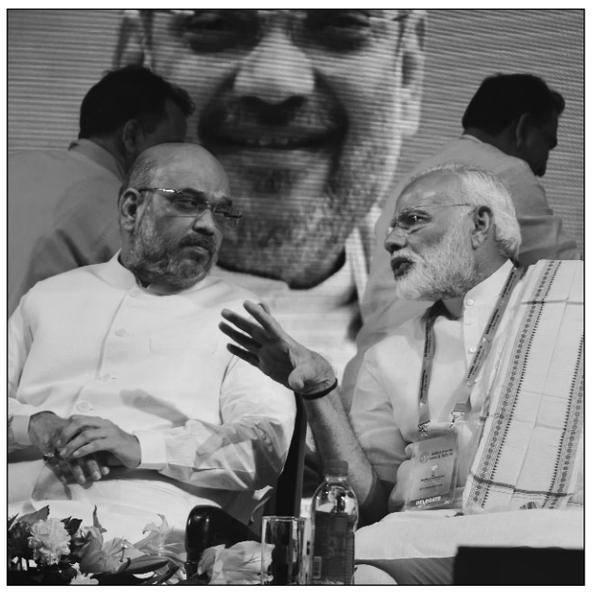

বিজেপির জাতীয় কর্মসমিতির বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং দলের কর্ণধার তথা সভাপতি অমিত শাহ। প্রধানমন্ত্রীর বার্তা, আগে দেশ পরে দল। দুর্নীতির সঙ্গে কোনও আপস করবে না তাঁর সরকার। যতদিন দুর্নীতি নির্মূল না হচ্ছে, ততদিন লড়াই চলবে। রবিবার থেকে রাজধানীতে শুরু হয়েছে বিজেপির এই সর্বোচ্চ কমিটির বৈঠক।

বৃষ্টিসুরকে হারিয়ে পুজোয় লাভের আশায় মল্লিকঘাটের ফুলচাষিরা

অর্পিতা লাহিড়ী

এশিয়ার অন্যতম বৃহৎ ফুলের বাজার মল্লিকঘাট ফুলবাজার। যদিও চালু কথায় জগন্নাথ ঘাট ফুলবাজার বলেও এর পরিচিতি ছড়িয়ে রয়েছে। হাওড়া ব্রিজের শেষ প্রান্তে গঙ্গার ধারে এই ফুলবাজারে ভোররাত থেকে শুরু হয়ে যায় তুমুল ব্যস্ততা। ভোর ৫টা থেকেই ফুলচাষিদের কেনাবেচায় সরগরম হয়ে ওঠে বাজার চত্বর। সারা ভারতবর্ষ থেকে ফুলচাষি ও ফুল ব্যবসায়ীরা ভিড় জমান এই বাজারে। তবে উৎসবের দিনগুলিতে প্রতিদিনের চেহারা বাদ দিয়ে অন্যভাবে খুঁজে পাওয়া যায় মল্লিকঘাট ফুলবাজারকে।

আজ মহাষষ্ঠী। তবে চতুর্থীর দিন থেকেই বিভিন্ন বাড়ির পুজো, বারোয়ারি পুজোর কর্তারা ফুলবাজারে ভিড় জমাতে শুরু করেছেন। চলছে দরদাম নিয়ে টানাপোড়েন। প্রতি বছর পদ্ম নিয়ে একটি উদ্বেগ থাকে পুজো সংগঠক থেকে শুরু করে চাষি বা ফুলব্যাপারীদের মধ্যে। সন্ধিপুজোয় ১০৮টি পদ্মফুল দেবী দশভুজার আবাহনের অন্যতম উপকরণ। ২০১৬ সালেও পদ্মের বাজার নিয়ে যথেষ্ট চিন্তিত ছিলেন ফুল ব্যবসায়ীরা। তবে এ বছর আবহাওয়া অনেকটাই হাসি ফুটিয়েছে এই ব্যবসায়ীদের মুখে। তাছাড়া সেপ্টেম্বরের শেষে যেহেতু পুজো হচ্ছে, তাই এই সময়টা পদ্মচাষের সেরা মরশুম, এমনটাই জানা গেল মল্লিকঘাটের পদ্মচাষিদের সঙ্গে কথা বলে।

পদ্মেরও বিভিন্নরকম বিভাজন রয়েছে। সাঁইথিয়ার পদ্ম, বোলপুরের পদ্ম, ওড়িশার পদ্ম, পূর্ব মেদিনীপুরের পদ্ম, মেচেদার পদ্ম। বিভিন্ন জায়গা থেকে পদ্মফুল আসে মল্লিকঘাট ফুলবাজারে। কিন্তু সবথেকে চাহিদা বেশি বোলপুরের পদ্মের। সাদা ও লাল এই দুই রঙের পদ্মের চাহিদাই পুজো উদ্যোক্তাদের কাছে সমান। সেই কারণে ফুল বাজারে এখন চাষিদের নাওয়া-খাওয়ার এখন সময় নেই। অনেকেই তাই কাজের মাঝেই জানালেন পদ্মের দাম। ভাঙর থেকে আসেন মদন গুপ্ত। তিনি খুচরো এবং পাইকারি দু'ভাবেই পদ্ম বিক্রি করেন।

মদনবাবুর কাছ থেকেই জানা গেল, মোটামুটি ৪০০ থেকে ৫০০ টাকার মধ্যে মিলবে এক ডজন পদ্ম। তবে চাষিদের কথায়, সোমবার মহাপঞ্চমীর দিনে ৪০০ থেকে ৫০০ টাকায় পদ্ম বিক্রি করা সম্ভব হলেও মহাষষ্ঠীর দিন থেকে লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়তে থাকে পদ্মের দাম। সেক্ষেত্রে ১০০ টি পদ্মের দাম দাঁড়াবে ৬০০ টাকা। মহাষ্টমীর দিনে এই চাহিদা আরও তুঙ্গে। ভাঙর থেকে ১০ বছরেরও বেশি সময় এই জগন্নাথঘাট ফুলবাজারে ব্যবসা করছেন ফুল ব্যবসায়ী অমিত মণ্ডল। তাঁর কথায়, বোলপুরে পদ্মের চাহিদা সবথেকে বেশি।

তবে শুধু পদ্মই নয়, পদ্মের পাশাপাশি রজনীগন্ধা, হলুদ ও লাল গাঁদা, দোপাটি, বেলপাতা, নবপত্রিকা স্নানের জন্য নয় রকমের গাছ, সবকিছুই বিকোচ্ছে চরা দামে।

এই ফুলবাজারে প্রায় ২৫ বছরেরও বেশি সময় ধরে ব্যবসা করছেন বহু প্রবীণ ফুলচাষিরা। বংশ পরম্পরায় যারা এই জগন্নাথঘাট ফুলবাজারে ব্যবসা করেন, তাদের মধ্যে একজন জানালেন রজনীগন্ধা ২৫০ টাকা কেজি, মোড়গ ফুলের দাম ৪০০ টাকা কেজি, বেলপাতা ১০০ পিস ৪০০ থেকে ৪৫০ টাকা। হলুদ গাঁদা ২০ পিস ২৫০ থেকে ৩০০ টাকা। লাল গাঁদা ২০ পিস ২০০ টাকা। এছাড়াও রয়েছে দুর্বাঘাস, তুলসিপাতা এবং আরও অন্যান্য ফুল। মল্লিকঘাট ফুলবাজার সমিতির অন্যতম কর্তা গৌতমবাবু জানালেন, এবারে ফুলচাষের ক্ষেত্রে তারা যে সময় এবং আবহাওয়া পেয়েছেন, তাতে ফুলচাষিরা বেশ খুশি। এমনকী রজনীগন্ধা, গাঁদা ও পদ্মের ক্ষেত্রে জোগানের কোনও সমস্যা নেই। এমনকী জবা ফুলেরও জোগান রয়েছে যথেষ্ট। জবার মালা, অপরাজিতার মালাও সাধারণের আয়ত্তের মধ্যে। গাঁদার মালা ছাড়াও ৩০ টাকা কেজিতে বিক্রি হচ্ছে খুচরো গাঁদা ও দোপাটি ফুল অঞ্জলি দেওয়ার উদ্দেশ্যে। অর্থনৈতিক মন্দা কাটিয়ে এবার তাই শারদোৎসবে ভাল লাভের আশায় দিন গুনছেন ফুলব্যাপারীরা। ছবি-প্রতিবেদক